সমকাল

তারিখ ... 08 DEC 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... 2 ...

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা অলস সময় কাটাচ্ছেন

■ সাব্বির নেওয়াজ ও ফসিহ উদ্দীন মাহতাব

শিক্ষা মন্ত্রণালয় ভেঙে দুটি বিভাগ করার পর কাজকর্মে স্থবিরতার সৃষ্টি হয়েছে। গত কয়েক দিন কর্মকর্তা-কর্মচারীরা অলস সময় কাটিয়েছেন। নতুন দুটি বিভাগ করার পর পদ সৃজন ও পদায়ন না হওয়ায় কার্যক্রমহীন হয়ে পড়েছে মন্ত্রণালয়। কর্মকর্তারা রুটিন মাফিক উপস্থিত হলেও ফাইলে সই করছেন না।

> নতুন দুটি বিভাগ করার পর তাদের পদায়ন হয়নি
> • ফাইল নিষ্পত্তি হচ্ছে না

এ ছাড়া সম্প্রতি মন্ত্রণালয়ের কয়েকজন কর্মকর্তার পদোন্নতি হয়েছে। তাদের কেউ কেউ একই মন্ত্রণালয়ে পদায়ন চাচ্ছেন। আবার কেউ অন্য মন্ত্রণালয়ে যেতে তদবির করছেন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে এ তথ্য পাওয়া গেছে।

একজন অতিরিক্ত সচিব বলেন, বিভাগীয় কাঠামোয় পদ সৃজন ও পদায়ন না হওয়া পর্যন্ত ফাইল স্বাক্ষর করা যাবে না। এখন আমরা সবাই ওএসডি। এ কারণে কোনো কাজ করা যাচ্ছে না। অনেক দর্শনার্থী মন্ত্রণালয়ে কাজে এসে ব্যর্থ হয়ে ফেরত যাচ্ছেন, কিছুই করার নেই।

গত ৩০ নভেম্বর বুধবার এ মন্ত্রণালয় ভেঙে দুটি বিভাগ করা হয়। অথচ নতুন করে কর্মকর্তাদের পদায়ন করা হয়নি। কর্মরতরা জানেন না, তারা কে কোন বিভাগের কর্মকর্তা। তাই তারা ফাইলে স্বাক্ষর করা বন্ধ রেখেছেন। শুধু জরুরি কাজগুলো সম্পন্ন করা হচ্ছে। গত বৃহস্পতিবার মন্ত্রণালয়ে এসে কর্মকর্তারা দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়েন। ছুটে যান মন্ত্রীর কাছে। জানতে চান, তারা এখন কী করবেন? মন্ত্রী উপায়ান্তর না দেখে মন্ত্রিপরিষদ সচিবকে ফোন করেন।

জানতে চাইলে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ সমকালকে বলেন, কাজের গতি আনতেই বড় এ মন্ত্রণালয়ে নতুন দুটি বিভাগ সৃষ্টি করা হয়েছে। এতে কাজে গতি আসবে, কর্মকর্তারা এখানে নতুন পদায়ন পাবেন। যা কিছু সমস্যা আছে তা দুই-একদিনের মধ্যে কেটে যাবে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, শিক্ষা অধিদপ্তরে নিয়োগ, পদোন্নতি ও বদলি নিয়ে অভিযোগ রয়েছে। বিভিন্ন সময়ে ওঠা এসব অভিযোগ তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় নির্দেশনা দিলেও তা উপেক্ষিত হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ও সচিবের কাছে কোনো কোনো কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দেওয়া হলেও তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। বরং দুর্নীতিবাজরা দিন দিন বেপরোয়া হয়ে উঠছে।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের একাধিক কর্মকর্তার সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ■ পৃষ্ঠা ৪ : কলাম ২

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা (মাউশি) অধিদপ্তর মানে না। কাজের চাপের কারণে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত মন্ত্রণালয় তদারকি না করায় তা বাস্তবায়ন হয় না। তাই শিক্ষা মন্ত্রণালয় দু'ভাগ করলেও তাতে সুফল আসবে না। বরং আগের মতো জটিলতা ও সমস্যা থেকেই যাবে। তাছাড়া কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের কার্যপরিধি খুবই সীমিত। এ বিভাগে অনেকেই সচিব বা অন্যান্য পদে যেতে চাইবেন না।

জানা গেছে, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে নতুন বিভাগীয় কাঠামোয় ৩৯৫টি পদ সৃজনের জন্য অর্থ এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন। এর মধ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগে ২৫৯টি পদ এবং কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগে ১৩৬টি পদ সৃজন করা হবে। কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগে একজন সচিব, একজন অতিরিক্ত সচিব ও তিনজন যুগ্ম সচিব এবং মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগে একজন সচিব, দু'জন অতিরিক্ত সচিব ও পাঁচজন যুগ্ম সচিব পদ রেখে সাংগঠনিক কাঠামো হতে পারে।

এ মন্ত্রণালয়ে আগের সাংগঠনিক কাঠামোয় একজন সচিব, নয়জন অতিরিক্ত সচিব ও আটজন যুগ্ম সচিবের পদ রয়েছে। বর্তমানে পুরো মন্ত্রণালয়ে প্রথম শ্রেণির ৬৪, দ্বিতীয় শ্রেণির ৫১, তৃতীয় শ্রেণির ৫০ এবং চতুর্থ শ্রেণির ৫৪ জনসহ মোট জনবল ২১৯ জন। ফলে মোট জনবল বাড়ছে। কমছে অতিরিক্ত সচিবের পদ।

গত ৩০ নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে পুনর্গঠন করে এ মন্ত্রণালয়ের অধীন দুটি বিভাগ গঠন করেন। একটি হচ্ছে– মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, দ্বিতীয়টি কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ।